কালের কণ্ঠ

তারিখ ১৮ SEP 2013
পৃ ২ কলাম ৭

## রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

# পাঁচ মাস বেতন বন্ধ উপাচার্য অবরুদ্ধ

রংপুর অফিস

বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধসহ সাত দফা দাবিতে আন্দোলন স্থগিত করে ঈদের ছুটিতে গিয়েছিলেন রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। ছুটি শেষে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর আবারও আন্দোলনে নেমেছেন তাঁরা। গত মে মাস থেকে বেতন না পেয়ে এ শিক্ষকরা গতকাল মঙ্গলবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন। এতে উপাচার্য অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। শিক্ষকরা বলেছেন, দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা এ কর্মসূচি চালিয়ে যাবেন।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, গত মে মাসে নতুন উপাচার্য যোগদান করার পর থেকেই বেতন-ভাতা পাচ্ছেন না শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। গত ঈদুল ফিতরের বোনাসও পাননি তাঁরা।

বেতন-ভাতা পরিশোধসহ সাতটি দাবিতে গত জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ থেকে আন্দোলন করে আসছেন শিক্ষকদের সংগঠন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজ। উপাচার্যকে স্মারকলিপি, কর্মবিরতি, সর্বাত্মক ধর্মঘট কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা।

সর্বশেষ গত ২৩ আগস্ট অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সিন্ডিকেট সভার পর সিন্ডিকেট সদস্যদের অনুরোধে এবং ১৫ থেকে ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বেতন-ভাতা পরিশোধসহ সব সমস্যা সমাধানে উপাচার্যের আশ্বাসে কর্মসূচি স্থগিত করে শিক্ষকদের এ সংগঠন। কিন্তু গতকাল পর্যন্ত সমস্যা সমাধানের কোনো অগ্রগতি না থাকায় উপাচার্যের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন শিক্ষকরা। এ ছাড়া সাধারণ শিক্ষকদের ব্যানারেও আমরণ কর্মসূচির ঘোষণা দিয়ে উপাচার্যের কক্ষের সামনে অবস্থান নিয়েছেন সংগঠনের বাইরের অন্যান্য শিক্ষক।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, গতকাল সকালে প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের সদস্যরা দাবি-দাওয়ার বিষয়ে কথা বলতে উপাচার্যের কাছে যান। তিনি ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সমস্যা সমাধানের বিষয়ে অপারগতা প্রকাশ করেন। তাৎক্ষণিকভাবে সকাল ১১টার দিকে শিক্ষকরা তাঁর কার্যালয়ের সামনে বসে পড়েন। এ ছাড়া সাধারণ শিক্ষকদের ব্যানারে তাঁর কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন অন্য শিক্ষকরা। সন্ধ্যা ৭টায়ও শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচি চলছিল।

একই দাবিতে গতকাল প্রায় পাঁচ দিন ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের যুগ্ম আহ্বায়ক ও প্রকৌশল অনুষদের ডিন ড. আবু কালাম মো. ফরিদ উল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বকেয়া বেতন-ভাতা প্রদানসহ আমাদের সব দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা সমাধানে আমরা তাঁকে অনেক সময় দিয়েছি। কিন্তু তিনি আমাদের জন্য কিছুই করেননি। দেয়ালে আমাদের পিঠ ঠেকে গেছে। পাঁচ মাস বেতন না পেয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন শিক্ষকরা।'

অবরুদ্ধ উপাচার্য ড. এ কে এম নূর-উন-নবীর সঙ্গে গতকাল সন্ধ্যায় মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুমোদিত পদের চেয়ে বেশি লোকবল নিয়োগ দেওয়ায় বাজেট ঘাটতির কারণে গত মে মাস থেকে বেতন পাচ্ছেন না এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। এমনকি গেল ঈদে বোনাস পর্যন্ত পাননি তাঁরা। আমি সবার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'